14

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সন্ত্রাস ও হল দখলের ছাত্র রাজনীতি

চর দখলের মতো হল দখলের পরিণতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলো আবার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিরাম তালামারা ধর্মঘট শুরু করেছে। অবিরাম ধর্মঘটের মাধ্যমে ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনকে জিম্মি করে ফেলেছে। যেকোন মুহূর্তে ক্যাম্পাসে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যেতে পারে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলগুলো মনে করছে। সোমবার রাতে উপাচার্যের বাসার সামনে গুলিবর্ষণ ও বোমাবাজি করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন, চলমান পরীক্ষাসমূহ এবং সামগ্রিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবার এক অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

সংবাদপত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ করছেন, চেষ্টা করছেন সংকট নিরসনের। বিবদমান দুই ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ উভয়েরই রয়েছে সশস্ত্র ক্যাডার, পরিস্থিতি যেন সশস্ত্র সংঘর্ষের দিকে না যায় উপাচার্য তার চেষ্টা করছেন। ছাত্রদলের সভাপতিও বলেছেন উপাচার্য আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করছেন; কিন্তু ছাত্রলীগের অনমনীয়তার কারণে সংকটের সমাধান হচ্ছে না। প্রায় একই রকম পাল্টা অভিযোগ করেছেন ছাত্রলীগের সভাপতি। ফলে সমস্যার কোন আশু সুরাহা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। হচ্ছে না বলেই সশস্ত্র সংঘর্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় রক্তপাত এবং মৃত্যুর আশংকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সংকটের সূত্রপাত সূর্যসেন হল দখল এবং বেদখলকে কেন্দ্র করে। উপাচার্যসহ ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দও দখল বেদখলের সূত্রে সংকটের সমাধান করতে চাচ্ছেন। ছাত্রদল সভাপতি বলেছেন সূর্যসেন হলকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ ছাত্রদলের দখলে ফিরিয়ে দিতে হবে। ছাত্রলীগের সভাপতি বলেছেন ছাত্রদলকে হল ফিরিয়ে দেয়া হবে। কিন্তু কোন্ গ্রুপকে দেয়া হবে তা স্থির করতে বলেছেন ছাত্রলীগ সভাপতি। ছাত্রলীগ দাবি করছে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের পরিণতিতে দুই সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে সূর্যসেন হল ছাত্রদলেরই এক গ্রুপকে বেদখল করেছে অন্য গ্রুপ। সূর্যসেন হল কাউকে লিজ দেয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রলীগ সভাপতি। অন্যদিকে রোববার অবিরাম তালা ধর্মঘটের প্রথম দিনে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল এবং প্রতিবাদ সভা করে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ হলগুলোকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেয়ার দাবির পুনরুক্তি করেছেন। এককথায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের কবল থেকে মুক্ত করে হলকে ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে তুলে দিতে বলছেন।

দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসীমুক্ত করার কথা কোন পক্ষই বলছেন না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও বলছেন না। তারা যা বলছেন তাতে নীতিগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হলের দখলদারি মেনে নেয়া হচ্ছে। ছাত্র সংগঠনগুলোর হল দখল করার নীতি মেনে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সব মহল সূর্যসেন হলের সংকট সমাধান করতে চাইছেন।

অথচ এই সরকারের প্রথম ও প্রধান টার্গেট হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল সন্ত্রাস দমন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যও দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে কাজ করবেন। উপাচার্য কি তাহলে এখন নিরপেক্ষভাবে ছাত্র সংগঠনগুলোর হল দখলের অবস্থান মেনে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও হল দখলের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চাচ্ছেন?

সমস্যার এই সমাধান কোন বিচারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর পরিণতি পুনরায় সন্ত্রাস, সংঘর্ষ, রক্তপাত, হয়তো মৃত্যু এবং হল দখল, পুনর্দখল। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের অবিরাম সংকট। আমরা মনে করি, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস এবং হল দখলের রাজনীতি দূর করতে হলে নিরপেক্ষভাবে সন্ত্রাসী ও হল দখলের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সন্ত্রাসকে মেনে নিয়ে সন্ত্রাস উচ্ছেদ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সে পথেই অগ্রসর হয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে।